অসমীয়া কাহিনী সাহিত্যের পটভূমিকায় অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজ ও বাংলার নবযুগ

চীফ কমিশনার শাসনাধীন
অসম প্রদেশ
১৮৭৪খৃঃ
হিমালয় পর্ব্বত মালা
ভোটান
অকা
ডফলা
মিরি
আবর
মিচিমি
লক্ষীমপুর
দরঙ্গ
গোয়ালপারা
কামরূপ
শিবসাগর
নগা পর্ব্বত
স্বাধীন নগা পর্ব্বত
চিংফৌ
গারো পর্ব্বত
খাচিয়া জয়ন্তীয়া পর্ব্বত
চিলং
কাছার
মনিপুর
শ্রীহট্ট
ঢাকা
লুচাই পর্ব্বত
ব্রহ্মদেশ

অসমীয়া কাহিনী সাহিত্যের পটভূমিকায় অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজ ও বাংলার নবযুগ

সমকালীন অসমীয়া কথা-সাহিত্য ও সাহিত্যিকের উপর বাংলার শরৎচন্দ্রের প্রভাব কতদূর ; উভয় ভাষা ও সমাজের নির্দিষ্ট ঐ সময়ের (১৯০০ – ১৯৫০) কাহিনী সাহিত্য কেন কেবল সমাজসংস্কারমূলক চিন্তায় প্রবাহিত ; ঐ সময়ের অসমীয়া কথা-শিল্পিরা শরৎচন্দ্রের প্রভাব থেকে কতদূরে অবস্থিত ; এ' সব আলোচনার পূর্বে সমগ্রভাবে অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজ ও তাঁদের 'পরে বাংলার নবযুগের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে ।

কোলকাতার পাঠ শেষ করে বি.এ. পরীক্ষার শেষে রজনীকান্ত বরদলৈ আসাম ফিরে যাবার সময় , কোলকাতা হাইকোর্টের অসমীয়া অনুবাদক কোলকাতার অসমীয়া সমাজে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি রমাকান্ত বরকাকতী[১] রজনীকান্তকে প্রশ্ন করেছিলেন যে আসামে ফিরে গিয়ে সাহিত্যের জন্য তিনি কী করবেন ? উত্তরে রজনীকান্ত বলেছিলেন :''আমি অসমীয়া ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের মত উপন্যাস লিখব ।" অসমীয়া ভাষায় বঙ্কিম আদির মত জ্যোতিষ্ক কবে হবে ; এই কথা ভেবে সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথও আক্ষেপ করেছিলেন । অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস-স্রষ্টা 'ভানুমতী'-র লেখক পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া সম্বন্ধে সমালোচক মন্তব্য করেছেন : "..... বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ , ঈশ্বরচন্দ্র আদি তেতিয়ার বঙ্গীয় সাহিত্যের মুখচ ফুটোয়া সকলর দর্শন লাভ করি বা সিসকলর রচনা পঢ়ি তেওঁ পুলকিত হৈ আছিল ।"[২] অন্যত্র পদ্মনাথ বলেছেন —"কালক্রমে সেই বাংলা – সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যুৎপত্তির আভাসে অসমীয়া সাহিত্য চর্চায় আমাকে বিশেষ'গুণ' দিয়েছিল এবং এখনও দিচ্ছে ।" পদ্মনাথ বাংলা কবিতাও লিখতেন । পদ্মনাথ বলেছেন : "আমার এই মাথা, বাংলা ভাষায় চিন্তা করতে এবং এই হাত বাংলা ভাষা লিখতে শিখেছিল ।"[৩] বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত'র আদলে লক্ষ্মীনাথ 'কৃপাবর বরুয়া' লিখেন (পন্ডিতদের মতে, লক্ষ্মীনাথের কৃপাবর বরুয়ার আদর্শ ছিল হেমচন্দ্র বরুয়ার 'বাহিরে রং চং ভিতরে কোয়া ভাদুরী' রচনাটি) এবং বঙ্গদর্শনের প্রভাবে সাহিত্যরথী 'বাহী' প্রকাশ করেন ।[৪] ঊনিশশতকের ভারতের তথা বাংলার নবজাগরণের প্রসঙ্গে যাওয়া যেতে পারে । এই সময়েই বণিক ইংরেজ ভারতের শাসক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে । এই শতাব্দীতেই ভারতীয়দের বৌদ্ধিক বিকাশ নতুন দিগন্তের আভাস দেয় ।[৫]

পঞ্জাব ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিখদের অধীন ছিল । পশ্চিম - উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতনা এবং মধ্যপ্রদেশের আধুনিকতার দিকে যাত্রা ছিল খুবই শ্লথ, কারণ নবইংরেজী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের তীব্র অভাব । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সব রাজ্য বঙ্গের নবভাবধারার সাথে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিল, সেগুলো হ'ল, উত্তর - পশ্চিম প্রদেশ গুলোর পূর্বাংশ, উড়িষ্যা এবং আসাম । উনিশ শতকের শেষেও, অসমীয়া ও উড়িয়াদের পরবর্তী কয়েক পুরুষের মানসিক গঠন, প্রধানত: যারা কোলকাতায় লেখাপড়া করেছিলেন, বা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে যারা গৌহাটী বা কটকে লেখাপড়া করেছেন, বাঙ্গালীদের মতোই ছিল । [৬] অবশ্যই তাঁরা নিজেদেরকে বাঙ্গালী ভাবতেন না । বরং তাঁরা তাঁদের ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবেই সচেতন ছিলেন । আসাম, বস্তুত ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনই ছিল, ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যা ছিল মারাঠীদের অধীন । ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বঙ্গ ছিল তুর্কী, আফগান ও মোঘল'দের অধীন । ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বস্তু কার্যত ইংরেজ শাসন স্থাপিত হয় ।

এই নবযুগ-চেতনার শুরুতেই নারী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় মুখ্যত রামমোহন থেকে ।

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে নারী - আন্দোলনকে একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার মনে করবার কারণ নেই । রামমোহনের সহমরণ - প্রথা নিবারণ - প্রয়াস বা বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা নারী-প্রেমী মনীষির আদর্শপ্রনোদিত আন্দোলন নয়, মানবিকতাবাদী (Humanist) মহাপুরুষের মানবাভিমুখী জীবনচেতনার অভিব্যক্তি । সতীদাহ প্রথা বেন্টিঙের আমলে উঠিয়ে দেওয়ার পর প্রায় দশ বছর পরে প্রাচীন ধর্মাভিমানী হিন্দু স্যার চার্লস নেপিয়রকে পশ্চিম অঞ্চলে এই প্রথা প্রবর্ত্তনের বিপক্ষে যুক্তি দেখান যে এই আইন সনাতন হিন্দুধর্মবিরোধী । নেপিয়র বলেন — " it may be your religion to burn the widows but remember, it is my religion to hang these who will be/ concerned in it. (পুরাতন প্রসঙ্গ, বিপিনবিহারী গুপ্ত, পৃ ৭০ - ৭১) । বস্তুত, এই মানবাভিমুখী জীবন চেতনা ও পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের তথা জীবনদর্শনের প্রভাব নারী মুক্তি আন্দোলনে প্রতিফলিত হয় ।

রঙ্গলাল-হেম-নবীনের কাব্যে, মধুসূদনের কাব্যে — নাটকে নারীর মানবী সত্তাকে ব্যক্তিত্বে, বীর্যে ও শ্রদ্ধায় মহিমান্বিত করে দেখানো হয়েছে । কোঁতের ভাবশিষ্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মুখে সে যুগের সুধীসমাজের মনোভাব ও পরিবার কেন্দ্রিক বাঙালী সমাজের হীনমন্যতা পরিস্ফুট হয়েছে । (পুরাতন প্রসঙ্গ ৭৪ - ৭৫)

শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী (পথের দাবী) বলছেন —

"পুরাতন মানেই পবিত্র নয়, ভারতী। ..... তোমার নিজের দিকে চেয়ে দেখ, মানুষের অবিশ্রাম চলার পথে ভারতের বর্নাশ্রম ধর্ম ও সকল দিকেই মিথ্যে হয়ে গিয়েছে।" বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, বাঙালীর জীবনাদর্শের প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে, এমন কি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার ও পরিবর্তন ঘটেছে। অথচ পরিবারকেন্দ্রিক বাঙালী সমাজে "পিতামহের প্রতিষ্ঠিত সহস্র বর্ষের প্রাচীন রীতিনীতি একই স্থানে অচল হয়ে থাকবে" — সব্যসাচী এই মনোভাবের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন ॥

প্রসঙ্গ আসা যাক। এই আন্দোলন বিংশ শতাব্দীতেও পড়েছিল উপ্চে। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘকাল ব্যাপী আন্দোলনের ফলে যদিও নারীসমাজের কিছু উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল তবু : নারীকে আপন অধিকারে পরিপূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আরও কাজ বাকি রয়ে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক জুড়ে এই আন্দোলন চলছিল। আর এই সময়টিই ছিল শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির সোনালী দিন। সমকালীন নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রভাব শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রগুলো সৃষ্টির পটভূমিকায় বিশেষভাবেই যে কাজ করেছিল তা বুঝা যায়।

কোলকাতাবাসী অসমীয়া ছাত্র - সমাজের সাহিত্যিক চেতনা এই পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ। অসমীয়া ছাত্রসমাজ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'অসমীয়া ভাষার উন্নতি সাধনী সভা'। অ·ভা·উ·সা। স্থাপন করেন। ফলে ১৮৮৯ সনে এই সভার মুখপত্র 'জোনাকী'র জন্ম হয়। 'জোনাকী'-র প্রথম প্রকাশে ঘোষণা ছিল —"শিশু মাতৃভাষা কী ভাবে বর্দ্ধিত হবে, কী ভাবে সে পৃথিবীর অন্য ধনী এবং উন্নতিশীল ভাষার সমান হয়ে নিজ গৌরব - রবি - রশ্মি চতুর্দিকে প্রতিফলিত করে দুঃখিনী এবং তমসাবৃতা আসামের মুখ আলোকিত করতে পারবে, কীভাবে সে দুর্বল রুগ্ন জীর্ণাবস্থা থেকে সবল সুস্থ ও শক্তি-শালী হবে, তার উপায় সাধনই হবে এই সভার উদ্দেশ্যে।

লক্ষ্মীনাথ ও পদ্মনাথ 'জোনাকী' ও 'বিজুলী'তে উপন্যাসিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন ; কিন্তু তারও আগে, বাংলার নবযুগ চেতনায় অভিস্নাত হয়েছিলেন হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫ - ৯৬), গুনাভিরাম বরুয়া (১৮৩৭ - ৯৪), বলিনারায়ণ বরা (১৮৫২ - ১৯২৭)[৭], রমাকান্ত চৌধুরী (১৮৪৬ - ৮০), ভোলানাথ দাস (১৮৫৮ - ১৯২৯), নগেন্দর বরা (১৮৬০ - ৯২) প্রমুখ লেখকবৃন্দ। যোরহাটের যাদুরায় বরুয়া (১৮০১ - ৬৯) আসামে এই নবউদ্দীপনার জন্মের আগেই একটি অসমীয়া - বাংলা অভিধান রচনা করেন, নাম

'বাংলা - অসমীয়া শব্দকোষ' , রচনা কাল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ । যাদুরাম বাংলা পত্রিকায় নিয়মিত বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র লিখতেন । হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮০২ - ৩২) বাংলা ভাষায় রচনা করেন 'আসাম বুরঞ্জী' (১৮২৯ খ্রী) । গ্রন্থটি খুঁজে পান অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য । সম্পাদনাও করেন তিনি । এ'টি, বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক ইতিহাস গ্রন্থ [দ্রঃ'আসাম বুরঞ্জি', ভূমিকা সম্পাদকের নিবেদন, পৃঃ ১।৵]। 'আসাম বুরঞ্জী' রাধাকান্ত দেবের সমাচার প্রেস থেকে বাং ১২৩৬ সনে প্রকাশিত হয় । হলিরাম , আসামে মান আক্রমণের সময় বাংলা দেশের মুর্শিদাবাদে উদ্ভ্রান্ত হয়ে যান । সেখানে অবস্থান কালে তিনি'সম্বাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত'র প্রভাবে আসেন । ঈশ্বর গুপ্তর প্রেরণাতেই হলিরামের সাহিত্যিক প্রতিভা স্ফুরিত হয় । মান বিদ্রোহের পর তিনি আসামে প্রত্যাবর্তন করলেও বাংলা দেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি । ১৮৩১ সালে তিনি আবার কোলকাতায় আসেন , তখন কোলকাতার ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে । গোঁড়া হিন্দুরা তখন রাজা রাধাকান্ত দেব -এর নেতৃত্বে 'ধর্মসভা' স্থাপন করেছেন এবং সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেছেন । হলিরাম কোলকাতায় এসে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রভাবে আসেন এবং ধর্মসভার একজন উৎসাহী সভ্য হন । ১৭৫৩ শকে ধর্মসভার মুখপাত্র 'সমাচার চন্দ্রিকায়' ধারাবাহিক , হলিরাম, বাংলা ভাষায় প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ 'আসাম বুরঞ্জী' প্রকাশ করতে থাকেন । হলিরামের পুত্র আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের অন্যতম বিখ্যাত কীর্তি বাংলা ভাষায় রচিত দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার সংক্রান্ত গ্রন্থ । বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম আইন বিষয়ক গ্রন্থ এই'আইন ও ব্যবস্থা সংগ্রহ' । [৮] 'হেমকোষ' প্রণেতা হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫ - ৯৬) বাংলার নবযুগচেতনায় ছিলেন অভিস্নাত ।

প্রাচীন গ্রীক -ভাষা - সাহিত্যের সাথে নবপরিচয়ে যে ভাবে ইউরোপে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক সেভাবে ইংরেজী ভাষা সাহিত্যও ভারতে এক ধরণের নব-যুগ চেতনার সৃষ্টি করেছিল । বাংলার এই নবযুগ চেতনার প্রবাহে আসামও হয়েছিল অভিস্নাত । আসামে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব অত্যন্ত বিলম্বে পড়ে ; যা পড়েছিল তা বাংলার নবযুগ-চেতনার মাধ্যমে আর বাংলা সাহিত্যের নব-উদ্দীপনার মাধ্যমে । পরিণামে বৌদ্ধিক বিকাশের পথে আসাম অনেক পেছনে পড়ে রইল । ভারতের নবচিন্তা উদ্দীপনার প্রাণ কেন্দ্র কোলকাতা থেকে বহুদূরে থেকেও, আর সমসাময়িক ভারতীয় চিন্তানায়কদের সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না এসেও, নবযুগের বাহক ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যের প্রতি হেমচন্দ্র বরুয়া যে অদম্যনীয় আগ্রহ দেখিয়ছিলেন, তা ছিল আসামে

আধুনিকতার অগ্রদূত আর স্বরূপার্থে আসামের প্রথম 'বুদ্ধিজীবী' এই মানুষটির এক বিশেষ মনোবৃত্তির পরিচায়ক । বুদ্ধিজীবী ঔপন্যাসিক - সাংবাদিক হেমেন বরগোহাঞি সমাজতত্ত্ববিদ বিনয় ঘোষের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর'অসমত আধুনিকতার অগ্রদূর হেমচন্দ্র বরুয়া' প্রবন্ধে ('প্রকাশ , এপ্রিল , ১৯৭৬) —"অসমীয়া বুদ্ধিজীবীদের প্রথম প্রজন্মটির শিক্ষা প্রধানত কোলকাতায়, ও শিক্ষিত বাঙ্গালীদের সাথে তাঁদের যোগাযোগ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ । উনিশশতকের শেষপাদেও আসামে উচ্চশিক্ষার বিস্তার ছিল একান্তই শ্লথ গতি । ১৮৯৯ - ১৯০০ সনে সেখানে মাত্র একটা আর্টস্ কলেজ ছিল — ছাত্র সংখ্যা ত্রিশ । জ্যেষ্ঠ অসমীয়া পন্ডিতদের সবাই বঙ্গদেশের কোনো না কোনো একটি কলেজে শিক্ষা লাভ করেছিলেনে ।" ড. হীরেন গোঁহাই তাঁর'সাহিত্যের সত্য' গ্রন্থে (পৃ: ২০৯; ১ । প্রকাশ : ১৯৭০) বলেছেন :" অথচ এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে নবশিক্ষিত অসমীয়া ভদ্রলোকেরা বাংলা ভাষার সাথে অসমীয়া ভাষার মিল এবং আত্মীয়তা অনুভব না করে ছিলেন না" (অনুবাদ : আমাদের) ।

কোলকাতা ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের উদীয়মান মধ্যবিত্ত সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র । কোলকাতা আজও সাধারণভাবে ভারতের এবং বিশেষ ভাবে পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বা সংস্কৃতির সদর - দরজা । সেকালের আসামের অধিকাংশ নব প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়ের বাঙ্গালী শিক্ষকরা অসমীয়া ছাত্রের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করেছিলেন ।

বাঙালী বুদ্ধিজীবী উকীল, কর্মচারী ও ব্যবসায়ীর দৈনন্দিন জীবনে অসমীয়া মধ্যবিত্ত পরিবার এক নতুন জীবন যাত্রার আকর্ষনীয় প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিল । ততদিনে অসমীয়া এই মধ্যবিত্ত সমাজ — যদিও সংখ্যায় কম ছিলেন — সনাতন সমাজ থেকে ক্রমশ: দূরে সরে এসেছে । এর সাথে তুলনীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্ব ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সম্পূর্ণ সময়-কালের বাঙ্গালী সমাজ, (বিশেষত:'ইয়ং - বেঙ্গল') , যাঁরা ইংরেজ আদব কায়দার দিকে প্রচন্ড ভাবে ঝুঁকে ছিলেন । [৯] তবে, এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে । যে সময়ে উচ্চশিক্ষিত অসমীয়া বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করতেন । গোহাঞি বরুয়ার উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে । লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রথম জীবনে 'রঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায়' ছদ্মনাম নিয়ে বাংলা পত্রিকায় কবিতা পাঠাতেন । লক্ষ্মীনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলছেন —"বাঙ্গলা কবিতা আমি ছদ্মনামে পাঠাতে পারি । দুটি পত্রিকায় দুটি প্রেমের কবিতা পাঠালাম । ছদ্মনাম নিলাম 'শ্রীরঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায়' ।[১০]

বাংলার নবযুগ - চেতনার সাথে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সম্পর্ক ; এখানে এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে । উচ্চশিক্ষার জন্য লক্ষ্মীনাথ কোলকাতা ছিলেন বেশ কিছুদিন । তাঁর এই কোলকাতা - বাস নানান দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ । লক্ষ্মীনাথের বৌদ্ধিক ও সাহিত্যিক জীবনে এটা একটা উল্লেখ যোগ্য ঘটনা । তখনকার কোলকাতার সমস্ত বৌদ্ধিক আন্দোলনে তিনি নিজেকে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন । সেদিন বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে হিন্দুধর্মের সংস্কার করা ছিল অন্যতম । ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে নব্য বঙ্গের যুবকরা ইউরোপীয় তরুণ ও নবীন সভ্যতার সন্ধান পেল । এই আবিষ্কার ভারতীয় মনের গোপন বা সুপ্ত শক্তির উদ্দীপন ঘটিয়েছিল । এটা প্রধানত: ঘটেছিল কোলকাতাতেই । কোলকাতার এমন এক বাতাবরণে থেকে লক্ষ্মীনাথও নবভাবে উৎসাহী হয়েছিলেন ।[১১]

প্রকৃতপক্ষে কোলকাতা সেদিন হয়ে উঠল আসামের প্রগতির সাহিত্য চিন্তা ও সংস্কৃতির নানান আন্দোলনের কেন্দ্র ভূমি ; আসামের আধুনিকতা, আধুনিক চিন্তার উৎসক্ষেত্র ও কোলকাতা ।

কোলকাতার ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ট সহযোগে আসেন লক্ষ্মীনাথ, প্রজ্ঞাসুন্দরীকে বিয়ে করে । এই ঠাকুর পরিবার নি:সন্দেহে সমগ্র আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেরও নেতৃত্ব দিয়েছিল দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর । রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সাথে সাথে ঠাকুর পরিবারের গৌরব আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল । এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, এমন বিরাট সাংস্কৃতিক সূর্যসম দীপ্তিময় প্রভায় লক্ষ্মীনাথ প্রভাবিত হয়ে একজন বাঙ্গালী - সাহিত্যিক হয়ে যাবেন । কিন্তু তা হ'ল না । লক্ষ্মীনাথ, অসমীয়া ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন ।

অসমীয়া সাহিত্যের অপর দিকপাল পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার সতীর্থ বেণুধর রাজখোয়া (১৮৭২ - ১৯৫৫) বাংলা ভাষার মোহে এমন মোহিত হয়েছিলেন যে, কোলকাতা থেকে তাঁর পিতাকে লিখিত পারিবারিক চিঠিও তিনি বাংলা কবিতায় লিখেন :

"মণির হয়েছে জ্বর , শুন পিতৃবর' ।

এসব সাধারণ নগন্য ঘটনাগুলোই ইতিহাসের গভীর মর্মবাণীর ইঙ্গিত । সেকালের যে ক'টি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজকে মাতৃভাষার স্নেহাঞ্চলে সংগঠিত করেছিল তার প্রায় সব ক'টিই কোলকাতায় প্রকাশিত হ'তো । আসামে তখনও ছাপাখানা হয়নি যাঁতে এ' ধরনের সাহিত্য পত্র ছাপানো চলে । কিন্তু হয়ত তাও সবটা নয় । নবযুগের নব - চেতনাই অসমীয়া পত্রিকা গুলোকে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে প্রভাবিত করেছিল ।

কোলকাতা থেকে প্রকাশিত সেকালের বিখ্যাত অসমীয়া সাহিত্য পত্রগুলো : আসাম বন্ধু (১৮৮৫ - ৮৭) সম্পাদক - গুণাভিরাম বরুয়া, মৌ (১৮৮৬), পৃষ্ঠপোষক বলিনারায়ণ বরা, জোনাকী (১৮৮৯ - ৯২), সম্পাদক - চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা , বিজুলী (১৮৯০ - ৯৩), সম্পাদক কৃষ্ণপ্রসাদ দুয়রা, পরে - পদ্মনাথ বরুয়া + এবং বাঁহী (১৯০৭ - ১২) - সম্পাদক - লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া । জন্ম উৎস এক হওয়া সত্ত্বেও , ঘনিষ্ঠতা গভীর হওয়া সত্ত্বেও দু'টি ভাষা কোনো ভাষারই বুকে লীন হয়ে যায়নি । লিপি , শব্দকোষ এবং ব্যাকরণের দিক থেকে বাংলা ও অসমীয়া ভাষার মধ্যে মিল যত বেশি, ভারতীয় আর কোনো দুটো ভাষার মধ্যে তা' নেই । ভাষার মিল - অমিল বাহ্যিক ব্যাপার । কোনো বিশেষ ভাষা কোনো বিশেষ সংস্কৃতির মর্মবাণী । অসমীয়া ভাষা ও একটা ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং একটা ভিন্ন জীবন-যাত্রার প্রকাশ, একটা বিশেষ জাতীয় ইতিহাসের প্রতিলিপি ; যদিও উভয় জাতির জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবন-পদ্ধতিতে তেমন একটা দূরত্ব নেই বললেই চলে । তবুও, যেহেতু প্রত্যেকটি মনুষ্যজাতির চিন্তাধারা - চিন্তাভাবনা কিছুটা ভিন্ন । তাদের সমস্যাগুলোও ভিন্ন ধরণের । তাই, কোনো দুই জাতির মধ্যে ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক মিল যতই থাকুক না কেন, সমস্যা বা জীবন জিজ্ঞাসায় পার্থক্য বা বিভিন্নতা থাকবেই । উপর আসামের অসমীয়াদের সাথে নিম্ন আসামের বাচন-ভঙ্গি, আচার ব্যবহারে পার্থক্য দেখা যায় । পার্থক্য বর্তমান পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীর মধ্যেও । কিন্তু সমগ্র অসমীয়া জাতির মৌল উপাদান ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মৌল উপাদানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই । সেদিক থেকে সমগ্র অসমীয়া বা বাঙ্গালী জাতির মানুষ স্থূলত: ভিন্ন হলেও মূলত ঐক্য সূত্রেগ্রথিত । অসমীয়া ও বাঙ্গালীদের মধ্যে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও কতগুলো গভীর মিল পরিলক্ষিত হয় । একই আর্থনীতিক পরিবেশ, ধর্মীয় পরিবেশ বৃহত্তর জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে দুই জাতিকে খুব কাছাকাছিও নিয়ে এসেছে । "**Although Assamese way of life had also its independent development from that of Bengal, yet there was their common heritage of Hindu cultural and Hindu way of life, Hindu religion and Hindu philosophy, which transcended all linguistic and provincial differences.**"

কিন্তু যার জন্য অসমীয়ারা অসমীয়া ও বাঙ্গালীরা বাঙ্গালী , তার জন্য উভয় সমাজের জীবন ধারা পদ্ধতি ভিন্ন হতে বাধ্য । ফলে দু'টি সমাজে সুগভীর অন্তরঙ্গ মিল যতই থাকুকনা কেন, এই বহিরঙ্গ পার্থক্য গুলোর জন্য সাহিত্যে এই বিভিন্নতার প্রকাশ ঘটে ; যার জন্য সুহৃদ-সম্বন্ধ ভুক্ত কোনো ভাষা ও সাহিত্যই কোনোটির সঙ্গেই অবিকল এক হতে পারে না । আর, এই

বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই বাংলা ও অসমীয়া ভাষা এক ঘরানার অন্তর্গত হয়েও অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্য তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে। এই স্বাতন্ত্র্য আবার নতুন করে প্রাণশক্তি সঞ্চয় করেছিল বাংলার নবযুগ চেতনা থেকে। তা'র ইতিহাস এখানে সূত্রাকারে আলোচিত হল।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাইর 'সমাচার দর্পণ'-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। সেখানে বলা হয়েছে যে, আসামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সংবাদ পত্রের মাধ্যমে বাংলার সমস্ত খবরা-খবর নিচ্ছেন ও রাখছেন। আসামে সে কালে সমাচার দর্পনের মোট যত গ্রাহক ছিল, সমস্ত বঙ্গদেশ মিলেও তত গ্রাহক ছিল না। বাংলার অর্ধেক জেলা থেকে কোনো পাঠকই যখন কোনো চিঠি পাঠাত না 'সমাচার দর্পন'-এ প্রকাশের জন্য, সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এমন একটি সপ্তাহ বাদ যাচ্ছে না যে 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশের জন্য আসাম থেকে কোনো চিঠি আসেনি। আসামের নবযুগের ইঙ্গিত এসব ঘটনার মধ্যে বোঝা যাচ্ছিল। আসামের শিবসাগর থেকে প্রকাশিত প্রথম অসমীয়া পত্রিকা অরুণোদয় (১৮৪৬ - ১৮৮৩) -এর পাশাপাশি বাংলা 'সমাচার দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকা', এবং 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪ - ৫৮) -র প্রচুর অসমীয়া গ্রাহক - পাঠক ছিল আসামে। 'অরুণোদয়' প্রকাশ করত আমেরিকান বেপ্টিস্ট মিশনারীরা। চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা সম্পাদিত 'হরিবিলাস আগরওয়ালা ভাঙ্গরিয়ার আত্মজীবনী (গৌহাটী ১৯৬৭)-র ১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, আসামের দরং জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত কলংপুর গ্রামে পর্যন্ত কোনো এক মারোয়ারী ব্যবসায়ী নিয়মিত 'সমাচার দর্পণ' পড়তেন।

আরও কিছু কথা : উইলবারফোর্সের দাসত্ব বিরোধী আন্দোলন ইংলণ্ডের সমাজ - জীবনে যে সব নতুন শক্তি সঞ্চারিত করেছিল রামমোহনের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনও বাংলার সমাজে কতকটা তাই করেছিল। আর, এই ধরণের সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক ইংরেজ - মধ্যবিত্ত সভ্যতার উত্তাল তরঙ্গ বাংলার নব্যবঙ্গের জীবন চেতনাকে বিধৌত করে অসমীয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চেতনায়ও আলোড়ন তুলেছিল। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রেরণা অসমীয় অসমীয়া নবজাগৃতির পুরুষরা বাইরের সমাজ জীবনের নতুন তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত থেকেই পেয়েছিলেন। আর, এই পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, সমুদ্রের কোনো বিশেষ কেন্দ্রের চাপ আলোড়ন যেমন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ও ব্যাত্যায় প্রসারিত হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে, তেমনি মানুষের চিন্তা জগতের নব প্রেরণা সমভাবাপন্ন আগ্রহী সকল মানব চিত্তে সমধর্মী আন্দোলন সৃষ্টি করে। সুতরাং তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও কল্যাণবুদ্ধির সঙ্গে বাইরের সমাজ চেতনার যে ঐতিহাসিক মিলন হয়েছিল তার ফলেই এই অসমীয়া যুগ পথিকরা নবযুগের অন্যতম সারথি হ'তে পেরেছেন। উপান্তে, কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

সে সময়ে আসামের যুগপ্রবর্তক দুই ব্যক্তিত্ব হলেন হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের বিখ্যাত পুত্র আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯ - ৫৯) ও মনিরাম দেওয়ান (১৮০৬-১৮৫৮)। আনন্দরাম ১৮৪১ - ৪৪ এ হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। এখানেই আনন্দরাম তাঁর শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্রের গভীর প্রভাবে আসেন। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই আনন্দরাম গৌহাটী ফিরে আসেন। তিনি আবার কোলকাতায় যান এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ, এই দুই বৎসর সেখানে থাকেন, নিয়মিত ম্যাট্‌কাফ হল লাইব্রেরীতে যান, বিশিষ্ট বাঙ্গালীদের সাথে মিলিত হন। "সেই সময়ত কলিকাতাত দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মতিলাল শীল, অক্রুর দত্ত, রামকমল সেন, সত্যচরণ ঘোষাল, রসময় দত্ত, মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধব দত্ত, ডেভিড্ হেয়ার চাহাব প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত আরু ধনবন্ত লোক আছিল। এই সকলো সৈতে দুয়োজনা ফুকনে (আনন্দরাম ও দুর্গারাম) সাক্ষাৎ করিলে।"[১৩] এই দুই ফুকন-কে মতিলাল শীল অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁদের পিতা হলিরাম ও যজ্ঞরাম মতিলালের পরিচিত ছিলেন। কোলকাতা থেকে ফিরে এসে তিনি প্রায়ই কোলকাতার বিবরণ দিতে গিয়ে বলতেন —"দেখা হলে, তোমালোকর এহাতলৈ চকু ওলাইহেতেন" (সেখানে গেলে তোমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হ'ত)। তখন আনন্দরামের বয়েস ষোল বৎসর। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার কোলকাতা যান। কোলকাতার বাঙ্গালী জীবন তখন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বাংলার নবযুগের চরম প্রকাশ মুহূর্তে আনন্দরাম কোলকাতার গিয়ে পৌঁছুলেন। তখনকার বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। এই সমস্ত কিছুর প্রভাবে তখনই আনন্দরাম "অসম দেশর উন্নতির বিষয়ে আরু চেষ্টা করিবলৈ প্রতিজ্ঞা করিলে।[১৪] আনন্দরাম নিজের অসমীয়া গ্রন্থ ছাপাবার জন্য একটি মুদ্রন যন্ত্র কিনেন ও নাম দেন 'ক্যালকাটা নিউ প্রেস'। 'বেথুন সোসাইটির সভ্য হয়ে তিনি স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী হন। অসমীয়া গদ্য-সাহিত্যের তিনি অন্যতম স্থপতি।

বাংলার রেনেসাঁসের সর্বশ্রেষ্ঠ অসমীয়া প্রতিভূ গুণাভিরাম বরুয়া (১৮৩৭ - ৯৪)। ১৮৫০ - ৫৭ খ্রীষ্টাব্দ, এই সাত বৎসর কোলকাতার কনটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৮৬৯ অব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এ ভাবে নব্য-বাংলার চিন্তাধারা নতুন ধর্মীয় চিন্তার মাধ্যমে আসামে অনুপ্রবিষ্ট হ'ল। আসামে ব্রাহ্ম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন। কোলকাতা প্রবাসে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০ - ১৮৯১) বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ রদ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে বিরাট আন্দোলন গুণাভিরামকে প্রবলভাবে

89846

NORTH BENGAL UNIVERSITY LIBRARY RAJA RAMMOHUNPUR

4 JUN 1985

প্রভাবিত করে । তাঁর অন্যতম সাহিত্যকীর্ত্তি 'রামনবমী নাটক' অসমীয়া ভাষায় প্রথম সামাজিক আধুনিক নাটক । বিধবা বিবাহ নিয়েই রচিত (১৮৫৭ - ৫৮) । বিস্তৃত এই গ্রন্থটি অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহাশয় সুন্দরভাবে সম্পাদনা করে সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন । বাঙ্গালী চিন্তাধারার দ্বারা কী ভাবে অসমীয়া মধ্যবিত্ত মানসিকতা প্রভাবিত, তার প্রমাণ এই রামনবমী নাটক । কী করে শিক্ষিত অসমীয়া মধ্যবিত্ত , বাঙ্গালী নবযুগ-চেতনা ও নবভাব ধারায় অভিস্নাত হয়েছিলেন, এই ঘটনাগুলো তারই ঐতিহাসিক প্রমাণ । শরৎ সাহিত্য ও অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যের পটভূমি, ইতিহাসের এই দিগন্তেই ইঙ্গিতময় হয়ে উঠেছে । ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আসামে, বাংলার নবযুগের ভাবধারার দ্রুত বিস্তার ঘটে । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে উজান আসামে 'জ্ঞান প্রদায়িনী সভা' স্থাপিত হয় । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শিবসাগরে 'আসাম দেশ হিতৈষিনী সভা' স্থাপিত হয় । সেকালে অসমীয়া জনমত তিনটি সামাজিক কু প্রথার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল : ক) উচ্চবর্ণ হিন্দু বিধবাদের দুরবস্থা (যা নিয়ে শরৎ-সাহিত্যেও অনেক ভাবনা আছে) , খ) বহু বিবাহ (যা নাকি বঙ্গীয় হিন্দু সমাজেরও একটি তীব্র সমস্যা ও কিছুটা তা শরৎ সাহিত্যেও প্রতিফলিত), গ) প্রায় জাতিগত ভাবে আফিং-এর সর্বজনীন নেশার অভ্যাস ।

বাংলার নবজাগরণ প্রধানত: ১৮২৫ - ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, এই পঞ্চাশটি বৎসর শিক্ষিত বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত সমাজকে তীব্রভাবে আবর্তিত করেছে।

[নবজাগরণ :—

রামমোহন রায় এই "বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের জনক" (প্রভাত মুখোপাধ্যায়ঃ রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য) । উনিশ শতকে বুদ্ধিমুক্তি ও সংস্কার-মুক্তির যে প্রয়াস দেখা দিয়েছিল তার প্রধান কারণ হল মানবমহিমা বোধ ও প্রগতিবাদে বিশ্বাস । রামমোহনের চিন্তায় কোন জড়তা, সংস্কার-আচ্ছন্ন সংরক্ষণশীলতা ছিল না । তাই ইংরাজী শিক্ষাকে তিনি স্বাগত জানাতে দ্বিধা প্রকাশ করেন নি বরং দেশের কাঁচামাল ধনী বিদেশী ব্যবসায়ীর থলি পুষ্ট করে এদেশের ধনসম্পদ বিদেশে চলে যাবে এও তাঁর পক্ষে ছিল অসহ্য, এজন্য তিনি এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চার পথ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন ।

"যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ত্রুটি হইবেক সেই [redacted] দেশে পরমার্থ সাধনা বিধিমতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে (গ্রন্থাবলী ১ম, বেদান্তচন্দ্রিকা)

রামমোহন রায়কে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম আধুনিক সংস্কারক বলে উল্লেখ করেছেন (ভারত ও অন্যান্য দেশের সমস্যা প্রসঙ্গে) এই শতকের বাংলাদেশে প্রগতিবাদী ও মানবাভিমুখী জীবনচেতনার সম্যক বিকাশ ঘটেছিল চারজন মনীষির চরিত্রে — রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ]

শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর) উনিশ শতকের নবজাগরণের শেষ পর্যায়ে । লক্ষণীয় যে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের সাথে ভারতীয় নবজাগরণের পার্থক্য ছিল । বাংলার নবজাগরণের গোড়ায় ছিল ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন এবং কিছু রাজনীতিক সুবিধা আদায় । শরৎচন্দ্রের সময় এই আন্দোলন ক্রমশঃ রাজনীতি-প্রধান হয়ে উঠে । ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া কোলকাতায় ছাত্র ; ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলৈ কোলকাতায় মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসনে (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) পড়েন ; চন্দ্রকুমার আগরওয়ালাও তখন কোলকাতায় ছাত্র ।'জোনাকী' যুগের এই তিন অগ্নিহোত্রী কোলকাতায় তখন নবজীবন প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন । কোলকাতার গণচেতনার মধ্য দিয়েই আসামের এই দিকপাল ব্যক্তিরা আসামেরই সমাজ জীবনকে উপলব্ধি করেছেন । [১৫]

যে সামাজিক, রাজনীতিক ও নব-বঙ্গীয় পরিবেশের পটভূমিকায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক মানস গড়ে উঠেছিল, একই বাতাবরণে গড়ে উঠেছিল সেকালের অসমীয়া সমাজ-সংস্কারক ও সাহিত্যিকদের মানসিকতা । এই রাজনীতিক ও সামাজিক চেতনার সাযুজ্যই অসমীয়া সাহিত্যিকদের বাংলা সাহিত্যের খুব কাছাকাছি নিয়ে আসে । উভয় সমাজের জীবন ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলো ছিল সাধারণ, দুই দেশেরই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামনে ছিল ব্রিটিশ শাসনের দুর্জয় ভূমিকা ।

আর, শরৎ সাহিত্যের প্রধান পটভূমি গ্রামীন বাংলা ; সমসাময়িক অসমীয়া সাহিত্যও নগরমুখীন — গ্রাম-ভিত্তিক । ভূমিহীন কৃষক, ভূমি নির্ভরশীল মধ্যবিত্ত সমাজ এবং নারীর জীবনে 'এর প্রভাব ; এটাই শরৎ - সাহিত্যে নারী চরিত্র চিত্রণের গোড়ার কথা । সমকালীন অসমীয়া সাহিত্যেও সমাজে বিধবা নারীর সমস্যা, বহু বিবাহ, যৌথ পরিবারের সমস্যা চিত্রিত হয়েছে । যে কোনো কারণেই হোক অসমীয়া সাহিত্যে কোনো অসমীয়া – শরৎচন্দ্র অন্ততঃ বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ-দশকের সীমা পর্যন্ত জন্মায়নি । অথচ শরৎ-সাহিত্যে , শিক্ষিত - অসমীয়া মধ্যবিত্ত কম-বেশি নিজেদের জীবনের প্রতিফলন দেখল । মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় , আসামে ও বাংলায়, মূলতঃ চাকুরেজীবী । উভয় দেশের মধ্যবিত্তরা ক্রমে নগরমুখী হতে লাগল । অনেকে নগর - বাসীও হ'ল । নাগরিক সমাজের মন্দ দিকও তাদের অনেকের জীবনে প্রতিফলিত হতে লাগল । বাংলার'নববাবুদের' মত আসামেও'নববাবু' দেখা দিল । তার প্রমাণ

হলিরাম ভ্রাতা যজ্ঞরাম খারঘরিয়া ফুকন । 'ইয়ং বেঙ্গল' সংস্কৃতির শেষ রশ্মির আভা শরৎ-সাহিত্যে বিচ্ছুরিত হয়েছে । তাই শরৎ সাহিত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী এবং অসমীয়া হৃদয়কে (বরং বলা ভাল, শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী ও হিন্দু অসমীয়া ; প্রধানতঃ) সমভাবেই আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করতে পেরেছিল । অসমীয়া মধ্যবিত্ত সমাজের কোলকাতা - মনস্কতা, তা'দের সাহিত্যরুচিকে প্রচণ্ডভাবে শরৎ সাহিত্যের আঙ্গিনায় নিয়ে এসেছিল । দ্বিতীয় মহাসমর যুগের কাহিনীকারদের মনোজগৎ ও শরৎ-সৃষ্টি প্রভাবে প্রভাবিত । দরদীমনের দর্পণে সমাজের নর-নারীর বৈচিত্রপূর্ণ অভিব্যক্তি , আচার নীতি , জীবন ধারা ও সমস্যা বিশ্লেষণ ক'রে অসমীয়া উপন্যাস কলাকে সৌন্দর্যের নতুন পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেছেন এই শিল্পিসমাজ, শরৎসৃষ্টি বৃত্তকে ছুঁয়ে ছুঁয়েই । কিন্তু , অসমীয়া কথা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্নেহময় রশ্মিবিস্তার, অসমীয়া ঔপন্যাসিকদের ক্ষেত্রে প্রভাব এবং অনুকরণ থেকে ক্রমশঃ স্বীকরণের পর্যায়ে উন্নীত সর্বক্ষেত্রে ঘটেনি ; প্রভাব বহু ক্ষেত্রে অনুকরণেই সীমাবদ্ধ রয়েছে ।

—

নির্দেশিকা

১। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া :'আমার জীবন স্মৃতি' । বঙ্গানুবাদ — আরতি ঠাকুর , সাহিত্য আকাদেমী , নিউ দিল্লী, ১।প্রকাশ, ১৯৭৫, পৃ: ৮৬ ।

২। গোহাত্রি বরুয়া রচনাবলী : অসম প্রকাশন পরিষদ্ : ভূমিকা, পৃ: •০৯ ।

৩। পদ্মনাথ গোহাত্রি বরুয়া :'মোর সোয়ুরনী'

৪। Dembeswar Neog : New Light on History of Asamiya Literature, 1st. Ed. 1962. P-437

৫। Dr. S.K. Chatterjee, 'The Nineteenth Century Renaissance in in India And Lakshminath Bezbarua of Assam' ; 'Raijor Batori', Nov. 18, 1976, P.70

৬। Ibid : P : 73.

৭। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ও প্রশাসক রমেশচন্দ্র দত্ত'র দ্বিতীয়া কন্যা বিমলা'কে তিনি বিয়ে করেন । সরকারী এন্জিনীয়ার বলিনারায়ণের অপর পরিচয়, বিখ্যাত 'মৌ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ।

৮। গুণাভিরাম বরুয়া :'আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনর জীবন চরিত্র' ; অসম প্রকাশন পরিষদ, পৃ: ১০১ ।

৯। শিবনাথ শাস্ত্রী :'রামতনু লাহিরী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' এবং বিনয় ঘোষ'এর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ' দ্রষ্টব্য ।

১০। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া :'আমার জীবন স্মৃতি' (অনু: আরতি ঠাকুর), পৃ: ৯৯ - ১০০ ।

১১। Dr. S.K. Chatterjee : Vide : Raijor Batori, P.76

১২। Ibid, P-74

১৩। গুণাভিরাম বরুয়া :' আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনর জীবন চরিত্র' : পৃ: ৩৭ ।

১৪। তদেব : পৃ: ১০১ ।

১৫। D. Neog : New Light on History of Asamiya Literature, P-423.